যায়যায়দিন

তারিখ NOV 09 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য জারি পরিপ
১৫ নভেম্বরের মধ্যে বাতিল দাবি

যাযাদি রিপোর্ট

আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে জারিকৃত পরিপত্র বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। তা না হলে শিক্ষার চলমান গতি ব্যাহত হলে সব দায় দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বহন করতে হবে।

এসব পরিপত্র বাতিলের দাবিতে সমিতি বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আগামী ২০ নভেম্বর ঢাকা শিক্ষা ভবনের সামনে মানববন্ধন ও ২৭ নভেম্বর মুক্তাঙ্গনে শিক্ষক জমায়েতের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান। এছাড়া ওই দিন বিকাল ৪টা থেকে ২৪ ঘণ্টা অনশন কর্মসূচি পালন করা হবে। গতকাল তোপখানা

ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমি উপদেষ্টা মোখলেসুর রহমান, শহী ইসলাম খান, মহাসচিব মৃগেন্দ্র মো সাহা, আবুল কালাম আজাদ, সাই ইসলাম, মোঃ ইউনুছ আলী, মতি রহমান, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাংলা বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ১৩ বছর ধরে বেসরকারি প্রাথমি বিদ্যালয় ও কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি জাতীয়করণের এক দফা দা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোল কর্মসূচি পালন করেছে। কিন্তু জারি পরিপত্রের (স্মারক নং-প্রাগম/প্র ৩/সমিতি-১/৯৮/২৮ তাং-১০/০১/২০০ মাধ্যমে কর্মরত প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষকের

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য জারি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সরকারি বেতনের অংশ বন্ধের পায়তারা চলছে।

উল্লেখ্য, ৭০, ৮০ ও ৯০ দশকের প্রথম দিকে এসব শিক্ষক-শিক্ষিকা সরকারি বিধি মোতাবেক বিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন এবং বর্তমানেও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা অবসরে চলে গেছেন। বাকি যারা কর্মরত আছেন তাদের মধ্যে ২৫ হাজার শিক্ষকের সবাই বয়োবৃদ্ধ আগামী চার-পাচ বছরের মধ্যেই অবস চলে যাবেন। সরকারি নিয়ম অনুযা পঞ্চাশোর্ধ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনোরক প্রশিক্ষণ বা যোগ্যতা অর্জনের বিধান নেই সংবাদ সম্মেলনে অহেতুক শিক্ষকদের এহে হয়রানি, চাকরিচ্যুতি ও বেতন বন্ধের হুমি প্রদানের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।